অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহবশতঃ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেজন স্বর্ণরাশি পরিত্যাগ করিয়া পাংশুরাশিতে অভিলাষ করিতেছে। অতএব, শ্রীসত্যব্রত মহারাজও শ্রীমৎস্যদেবকে স্তুতি করতঃ বলিয়াছিলেন—অন্য দেবগণ গুরুবর্গ এবং মহাত্মাগণ স্বতন্ত্রভাবে মানবের প্রতি যে তোমার অনুগ্রহের অযুতভাগের লেশমাত্রও করিতে সমর্থ হয়েন না, সেই পরমেশ্বর তোমাকে আমি শরণ লইতেছি॥ ৮।২৪।৪৯।

শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীশিবকেও বৈষ্ণবদৃষ্টিতে উপাসনা করিবে। স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে না; এ বিষয়ে ২।৯।৫ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিৎ মহারাজকে শ্রীব্রহ্মার বিষয়ে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও জগদ্গত জীবের পক্ষে সেই ভগবদ্ভক্তির উপদেষ্টা পরমগুরু বলিয়া তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ
স্ববিষ্ণ্যমাস্থায় সিসৃক্ষয়ৈক্ষত
তাং নাধ্যগচ্ছদ্দৃশমত্র সম্মতাম্
প্রপঞ্চনির্ম্মাণবিধিষয়া ভবেৎ॥

সেই জগতের সম্বন্ধে শ্রীভগবদ্ভক্তির উপদেষ্টা আদিদেব শ্রীব্রহ্মা নিজ উৎপত্তিস্থান শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থান করতঃ সেই অধিষ্ঠানের অন্বেষণের জন্য জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও অবধি না পাইয়া পরে অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন; এবং নিজ অধিষ্ঠানে থাকিয়া কেমন করিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিবেন, এই বিষয়ে সমালোচনা করিতেছিলেন। যে প্রজ্ঞা দ্বারা প্রপঞ্চ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতে পারে, সেই সৃষ্টি-বিষয়ে অনুকূল প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারিলেন না। শ্লোকে "পরো গুরু" এই পদের শ্রীধরস্বামীপাদ "ভক্তিরহস্যোপদেষ্টা" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব, শ্রীব্রহ্মাকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-বুদ্ধিতেই আরাধনা করা কর্ত্তব্য। শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করিলেন। শ্রীশিবকেও যে বৈষ্ণববুদ্ধিতে আরাধনা করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা"—এই ১২।১৩।১৬ শ্লোকে সুস্পষ্টই উল্লেখ করা আছে। অতএব ১২।১০।৩০ শ্লোকে শ্রীশিবের প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির উক্তিতেও এইরূপই পাওয়া যায়—হে প্রভো। যদ্যপি আমার অন্য কিছুই চাহিবার নাই, তথাপি সর্ব্বাভীষ্টবর্ষণকারী পূর্ণকাম তোমার নিকটে এই একটি বর প্রার্থনা করিতেছি যে—আমায় যেন শ্রীভগবানে এবং শ্রীভগবদ্ভক্তগণে ও